



কুষ্টিয়া পবিস

নিলাম দরপত্র বিজ্ঞপ্তি

নিলাম পরিচিতি - ৫১৮

১	মন্ত্রণালয়/বিভাগ	বিদ্যুৎ বিভাগ, বিদ্যুৎ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ।		
২	এজেন্সী	বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড।		
৩	নিলামকারী দপ্তরের নাম	কুষ্টিয়া পবিস		
৪	নিলামকারী দপ্তরের জেলা			
৫	নিলামের নাম	সার্ভার, কম্পিউটার, প্রিন্টার ও স্ক্যানার এর নিলাম বিজ্ঞপ্তি।		
৬	বিজ্ঞপ্তি সূত্র নং	২৭.১২.৫০৭৯.০১.০৮.২৬.০৮		
৭	তারিখ	২৬ অক্টোবর ২০২৬		
৮	নিলাম পদ্ধতি	SEALED		
৯	নিলামে আবেদন/দরপত্র দাখিল/দরপত্র খোলার তারিখ ও সময়	আবেদনের শুরুর তারিখ ও সময় ২৭ অক্টোবর ২০২৬, ১০:০০ পূর্বাহ্ন	দরপত্র দাখিলের শেষ তারিখ ও সময় ১০ নভেম্বর ২০২৬, ১২:৩০ অপরাহ্ন	দরপত্র খোলার তারিখ ও সময় ১০ নভেম্বর ২০২৬, ০১:০০ অপরাহ্ন

দরদাতার জন্য তথ্যাবলী

১০	দরদাতার যোগ্যতা	ন্যূনতম ৬২৩৭ টাকার ব্যাংক সলভেন্সি/ ব্যাংক স্টেটমেন্ট/ ব্যাংক ক্রেডিট লেটার (স্ক্যান কপি) দাখিল করতে হবে।
১১	ই-প্রকিউরমেন্ট আবেদন ফি	৳ ৫০০/= (পাঁচ শত) টাকা (অফেরতযোগ্য) ই-প্রকিউরমেন্ট আবেদনের ফি হিসেবে নগদ জমা দিতে হবে
১২	দরপত্র জামানত	আপনার দরপত্রের উদ্ধৃত মূল্যের কমপক্ষে ১০% জমা দিতে হবে
১৩	কাজ সমাপ্তির সময়	৩০
১৪	বিজয়ী দরদাতা মূল্য পরিশোধের সময়	৩০
১৫	দরপত্র আহ্বানকারী কর্মকর্তার নাম	মোঃ জিহ্মুর রহমান
১৬	দরপত্র আহ্বানকারী কর্মকর্তার পদবী	জিএম
১৭	দরপত্র আহ্বানকারী কর্মকর্তার দপ্তরিক ঠিকানা	কুষ্টিয়া পবিস
১৮	দরপত্র আহ্বানকারী কর্মকর্তার মোবাইল নম্বর	01769400043
১৯	শর্তাবলী	

ক্রম	মালামালের বিবরণ	বর্তমান অবস্থান	পরিমাপের একক	পরিমাণ
১	Server Micro Tower (DELL T430)	কুষ্টিয়া পবিস	পিছ	১.০০
২	Desktop Computer	কুষ্টিয়া পবিস	পিছ	২৫.০০
৩	Laser Printer	কুষ্টিয়া পবিস	পিছ	৪.০০
৪	Dot Printer	কুষ্টিয়া পবিস	পিছ	৭.০০
৫	Scanner	কুষ্টিয়া পবিস	কেজি	২.০০

ক্রম	মালামালের বিবরণ	বর্তমান অবস্থান	পরিমাপের একক	পরিমাণ
নিলাম দরপত্র ফর্ম				
ক্রমিক	দলিল/বিষয়	বিবরণ		
১	নিলাম দরপত্র দলিল	নিলামে বিক্রয়তব্য মালামাল, দরপত্র পদ্ধতি এবং চুক্তির শর্তাবলী এই দরপত্র দলিলে বর্ণনা করা হয়েছে। নিলাম বিজ্ঞপ্তির পাশাপাশি নিম্নোক্ত অংশগুলো অন্তর্ভুক্ত থাকবে: (ক) নিলাম দরদাতার প্রতি নির্দেশাবলী; (খ) নিলামে বিক্রয়যোগ্য মালামালের বিবরণ; (গ) নিলাম দরপত্র ফরম; (ঘ) মূল্য তালিকা; (ঙ) বিক্রয়দেশ প্রাপ্তির পর মালামাল গ্রহণের সময়সীমা তালিকা।		
২	নিলাম দরপত্র দলিল স্পষ্টায়ন	দরপত্র দলিলের কোন বিধান সম্ভাব্য দরদাতাদের কাছে অস্পষ্ট প্রতীয়মান হলে তা স্পষ্টায়নের জন্য বিক্রেতার ঠিকানায় লিখিত ভাবে অনুরোধ জানানো যেতে পারে। তবে ঐ অনুরোধ অবশ্যই দরপত্র আহবান ও দরপত্র দাখিলের মধ্যবর্তী মোট সময়ের অর্ধেক (ভগ্নাংশ হলে পরবর্তী পূর্ণ সংখ্যা) অতিবাহিত হওয়ার পূর্বে বিক্রেতার নিকট পৌছাতে হবে। বিক্রেতা লিখিতভাবে সম্ভাব্য দরদাতার অনুরোধ অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট বিষয় স্পষ্টায়ন করবেন।		
৩	নিলাম দরপত্র দলিলের সংশোধন	দরপত্র দাখিলের সর্বশেষ সময়ের পূর্বে যে কোন সময় বিক্রেতা তার নিজ উদ্যোগে অথবা সম্ভাব্য দরদাতার অনুরোধে দরপত্র দলিলের যে কোন বিধান সংশোধন করতে পারেন। তবে যে সকল সম্ভাব্য নিলাম দরদাতা ঐ সময়ে দরপত্র দলিল সংগ্রহ করেছেন তাদেরকে লিখিতভাবে উক্ত সংশোধন জানানো হবে এবং তা অনুসরণ করা দরদাতাদের জন্য বাধ্যতামূলক হবে।		
৪	মালামাল পরিদর্শন	দরপত্র উন্মুক্ত হওয়ার পূর্বদিন প্রতিনিয়ম অফিস চলাকালীন সময়ে বিক্রয়তব্য মালামালগুলি-- (কুষ্টিয়া পবিস,) -এ পরিদর্শন করা যাবে। দরপত্র উন্মুক্ত হওয়ার ও বিক্রয়তব্য মালামাল পরিদর্শনের সর্বশেষ সময়সীমা নিম্নে উল্লেখ করা হলোঃ দরপত্র উন্মুক্ত হওয়ার সময়সীমাঃ আগামী ১০ নভেম্বর ২০২৬, ০১:০০ অপরাহ্ন খ্রিষ্টাব্দ বিক্রয়তব্য মালামাল পরিদর্শনের সর্বশেষ সময়সীমাঃ আগামী ০৯ নভেম্বর ২০২৬, ১২:৩০ অপরাহ্ন খ্রিষ্টাব্দ (অফিস চলাকালীন)		
৫	ই-অকশন পোর্টালে নিলাম দাখিলে জ্ঞাতব্য বিষয়াদি	৫.১. এটি একটি অনলাইন ভিত্তিক নিলাম প্রক্রিয়া। নিলামে আগ্রহী দরদাতাগণকে বাপবিবোর্ডের ই-অকশন পোর্টালের মাধ্যমে নিলামে অংশগ্রহণ করতে পারবেন। ৫.২. বাপবিবোর্ডের ই-অকশন পোর্টালের মাধ্যমে অনলাইনে নিলাম দরপত্র দাখিল করতে হবে। ডাক, কুরিয়ার সার্ভিস কিংবা ফ্লাক্সের মাধ্যমে প্রাপ্ত কোন “নিলাম দরপত্র” গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হবে না। ৫.৩. ই-অকশন সিস্টেমে নির্দিষ্ট তারিখ ও সময়ের মধ্যে নিলাম দরপত্র দাখিল করতে হবে। দরপত্রে অংশগ্রহণ করার জন্য একজন ব্যক্তিকে মনোনীত করতে হবে (Authorized Person) তার দ্বারা কৃত কাজ প্রতিষ্ঠানের কাজ হিসেবে গণ্য হবে। Authorized Person -এর জাতীয় পরিচয় পত্র -এর স্ক্যান কপি দাখিল করতে হবে। ৫.৪. নিলামটি প্যাকেজ ভিত্তিক। নিলামের মালামাল “যেখানে যে অবস্থায় আছে” ভিত্তিতে সরবরাহ করা হবে। ৫.৫. ফ্রটিপূর্ণ ও অসম্পূর্ণ দরপত্র বাতিল বলে গণ্য হবে। ৫.৬. দরপত্র দাখিলের তারিখ, সময় ও শর্তাবলী পরিবর্তনের ক্ষমতা নিলাম আহবানকারী সংরক্ষণ করেন।		
৬	যে সকল দলিল দ্বারা দরপত্র তৈরী হবে	নিম্নোক্ত দলিলসমূহ দরদাতা কর্তৃক দাখিলতব্য দরপত্রের অংশ হিসেবে বিবেচিত হবে: (ক) পূরণকৃত নিলাম দরপত্র ফরম ও মূল্য তালিকা (পরিশিষ্ট-খ)। (খ) পূরণকৃত মালামাল গ্রহণের সময়সীমা তালিকা (পরিশিষ্ট-গ)। (গ) দরপত্র জামানতের বিবরণ।		
৭	দরদাতার যোগ্যতা	যেকোন আগ্রহী দরদাতা নিলাম দরপত্রে অংশগ্রহণ করতে পারবেন।		

ক্রমিক	দলিল/বিষয়	বিবরণ
৮	নিলাম দরপত্র জামানত	দরপত্র দলিলের মূল্য তালিকা (price schedule)-তে বর্ণিত মালামালের জন্য নিলামে উল্লিখিত দর (quoted price)-এর কমপক্ষে ১০% (দশ শতাংশ) হারে নিরাপত্তা জামানত ই-অকশন সিস্টেমের সাথে তালিকাভুক্ত এমন বাংলাদেশি তফসিলি ব্যাংক (ইস্টার্ন ব্যাংক লিমিটেড ও অন্যান্য) হতে 'কুষ্টিয়া পবিস, ' -এর অনুকূলে অনলাইন সিস্টেমে জমা প্রদান করতে হবে। প্রয়োজনীয় অংকের নিরাপত্তা জামানত দাখিল না করলে উক্ত দরপত্র নন-রেসপন্সিভ হিসেবে বিবেচিত হবে। বিজয়ী দরদাতার নিরাপত্তা জামানত মালামাল গ্রহণের পর ফেরত প্রদান করা হবে। নিরাপত্তা জামানত সমন্বয় যোগ্য নয়। সমন্বয়ের আবেদন গ্রহণযোগ্য হবে না। বিক্রয়াদেশ প্রদানের অব্যবহিত পরেই বিজয়ী দরদাতা এবং ২য় সর্বোচ্চ রেসপন্সিভ দরদাতা ব্যতীত অন্যান্য অংশগ্রহণকারী দরদাতাদের নিরাপত্তা জামানত ফেরত প্রদান করা যাবে। বিজয়ী দরদাতা সমুদয় অর্থ জমা প্রদান করতঃ মালামাল গ্রহণ করলে বিজয়ী দরদাতা ও ২য় সর্বোচ্চ রেসপন্সিভ দরদাতার নিরাপত্তা জামানত ফেরত প্রদান করা যাবে। নিরাপত্তা জামানত বাজেয়াপ্ত হয়ে যাবে যদি: ক) উন্মুক্ত হওয়ার পর দরপত্রের মেয়াদ বহাল থাকা অবস্থায় কোন দরদাতা তাহার দরপত্র প্রত্যাহার করেন; অথবা খ) বিক্রয় আদেশ প্রাপ্তি পরবর্তীতে নির্ধারিত সমুদয় অর্থ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে জমা প্রদান না করলে; গ) বিক্রয়াদেশ মোতাবেক সমুদয় অর্থ জমা প্রদানের পর অনুমোদিত/নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কোন মালামালই গণ্য না করলে নিরাপত্তা জামানত বাজেয়াপ্ত হবে। ঘ) বিক্রয়াদেশ পরবর্তী ৯০ দিনের মধ্যে সম্পূর্ণ মালামাল গৃহীত না হলে নিরাপত্তা জামানত বাজেয়াপ্ত হবে এবং দরপত্র বাতিল বলে গণ্য হবে। ঙ) আংশিক মালামাল গ্রহণ করা হলেও দরপত্র বাতিল পরবর্তী কোন অর্থ ফেরত প্রদান করা হবে না।
৯	নিলাম দরপত্রের মেয়াদ	দরপত্র প্রস্তাবের বৈধতার মেয়াদ দরপত্র দাখিলের শেষ সময় হতে মালামাল গ্রহণের শেষ দিন পর্যন্ত বলবৎ থাকবে। তবে কোন অবস্থায় বিক্রয়াদেশ পরবর্তী ৯০ দিনের উর্ধ্বে হবে না।
১০	একাধিক মালামালের ক্ষেত্রে	আংশিক মালামালের জন্য দরপত্র দাখিল করা যাবে না এবং দাখিল করলেও দরপত্র গ্রহণযোগ্য হবে না।
১১	উদ্ধৃত মূল্য	উদ্ধৃত মূল্য হবে ভ্যাট ও ট্যাক্স ব্যতীত। দরদাতা নিলাম বন্ধ হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত তার উদ্ধৃত দর সংশোধন/পরিবর্তন করতে পারবেন। শর্তাধীন/শর্তযুক্ত (Conditional) নিলাম দর গ্রহণযোগ্য হবে না।
১২	নিলাম দরপত্র দাখিল	১২.১। দরপত্র অবশ্যই নির্ধারিত সময়ের পূর্বে ই-অকশন সিস্টেমে দাখিল করতে হবে। বিক্রেতা প্রয়োজন মনে করিলে দরপত্র দলিলের সকল শর্ত অপরিবর্তিত রেখে দরপত্র গ্রহণের সময়সীমা বৃদ্ধি করতে পারেন। নির্ধারিত সময় পরবর্তী কোন দর দাখিল কিংবা দলিলাদি দাখিলের সুযোগ থাকবে না। এ ক্ষেত্রে কোন কারণ বিবেচনায় নেয়া হবে না। দরপত্র দাখিল ও দরপত্র উন্মুক্ত হওয়ার সর্বশেষ সময়সীমা নিম্নে উল্লেখ করা হলোঃ দরপত্র দাখিলের সর্বশেষ সময়সীমাঃ আগামী ১০ নভেম্বর ২০২৬ খ্রিষ্টাব্দ, সময়ঃ ১২:৩০ অপরাহ্ন ঘটিকা দরপত্র উন্মুক্ত হওয়ার সময়সীমাঃ আগামী ১০ নভেম্বর ২০২৬ খ্রিষ্টাব্দ, সময়ঃ ০১:০০ অপরাহ্ন ঘটিকা ১২.২। ই-অকশন সিস্টেম ব্যবহার করে কোন ধরনের কারিগরি ত্রুটির (ইন্টারনেট সংযোগ না থাকা বা ধীর গতি/corrupted/virus infected file ডাউনলোড বা আপলোড করতে না পারা ইত্যাদি) জন্য যথা সময়ে দর প্রদান করতে না পারার দায় কর্তৃপক্ষ বহন করবে না। ১২.৩। নিম্নবর্ণিত দলিলাদি অনলাইনে দাখিল করতে হবে: ক) অংশগ্রহণকারী প্রতিষ্ঠানের মালিকের /ব্যক্তির জাতীয় পরিচয় পত্র খ) প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে হালনাগাদ ট্রেড লাইসেন্স, গ) ই-টিন সার্টিফিকেট (জমা প্রদান না করা হলে সরকারি বিধি অনুযায়ী অতিরিক্ত ট্যাক্স কর্তন করা হবে), ঘ) ১৩ ডিজিটের বিজনেস আইডেন্টিফিকেশন নাম্বার সহ ভ্যাট নিবন্ধন সনদপত্র এবং ঙ) মালামাল গ্রহণকারীর জাতীয় পরিচয় পত্র তবে মালিক ব্যতীত ভিন্ন কেহ হলে তাঁর স্বাক্ষর মালিক কর্তৃক সত্যায়িত করে অথরাইজেশন লেটার দাখিল করতে হবে। চ) দরদাতা কর্তৃক সম্পাদিত ১০ বছরের মধ্যে সর্বোচ্চ একক ক্রয়ের বিক্রয়াদেশ (শুধুমাত্র সর্বোচ্চ দরদাতা একাধিক হলে বিজয়ী নির্ধারণের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে)।
১৩	মূল দলিলাদি প্রদর্শন	বিক্রয়কারীর চাহিদা মোতাবেক নিলাম দরদাতাকে মূল নথি/কাগজপত্র প্রদর্শন করতে হবে। দরপত্র মূল্যায়নকালে আংশিক (Partial), জাল (Forged) বা নকল (Fake) নথি-কাগজপত্র পাওয়া গেলে দরপত্র বাতিল বলে গণ্য হবে এবং আইনানুগ ব্যবস্থা গৃহীত হবে।
১৪	ব্যাংক সলভেন্সি নির্ধারক	ন্যূনতম ৬২৩৭ টাকার ব্যাংক সলভেন্সি/ ব্যাংক স্টেটমেন্ট/ ব্যাংক ক্রেডিট লেটার (স্ক্যান কপি) দাখিল করতে হবে।

বিক্রেতা কর্তৃক দরপত্র খোলা ও মূল্যায়ন

১৫	বিক্রেতা কর্তৃক নিলাম দরপত্র খোলা	ই-অকশন সিস্টেমে কোন দরপত্র উন্মুক্ত কমিটি থাকবে না। নির্দিষ্ট সময় পর স্বয়ংক্রিয়ভাবে দরপত্র গ্রহণ বন্ধ ও মূল্যায়নের জন্য উন্মুক্ত হবে। এ সময় দরপত্রে অংশগ্রহণকারী সকল বিডার দাখিলকৃত সকল দর দেখতে পাবে।
১৬	নিলাম দরপত্র স্পষ্টায়ন	দরপত্র মূল্যায়নকালে বিক্রেতা প্রয়োজন মনে করিলে যে কোন দরদাতার নিকট তাহার দরপত্রের উপর ব্যাখ্যা চাইতে পারেন। তবে এই ধরনের ব্যাখ্যা এবং তার বিপরীতে সাড়া অবশ্যই লিখিতভাবে হতে হবে। তবে উদ্ধৃত মূল্যের পরিবর্তন অথবা দরপত্রের মূল বিষয়ের উপর কোন ব্যাখ্যা বিক্রেতা চাইতে পারবেন না অথবা দরদাতা প্রস্তাব করতে পারবেন না বা প্রস্তাব করার অনুমতি দেয়া হবে না।
১৭	নিলাম দরপত্র মূল্যায়ন ও তুলনাকরণ	১৭.১. ই-অকশন সিস্টেমে দরদাতা কর্তৃক উদ্ধৃত একক দরের ভিত্তিতে স্বয়ংক্রিয়ভাবে সাকুল্য দর নির্ধারিত হবে। দরদাতা কর্তৃক গাণিতিক ভুল করা হয়েছে এমন কোন আবেদন গ্রহণযোগ্য হবে না। অর্থাৎ ভ্যাট ও ট্যাক্স ব্যতীত উদ্ধৃত একক মূল্যই চূড়ান্ত মূল্য হিসেবে গণ্য হবে। ১৭.২. দরপত্রে যে কোন ধরনের ছোট খাট ত্রুটি, অনিয়ম বিক্রেতা উপযুক্ত মনে করিলে উপেক্ষা করতে পারেন যদি এ ধরনের ছোট খাট ত্রুটি/অনিয়ম কোন বড় ধরনের বিচ্যুতি হিসাবে বিবেচিত না হয়। বড় ধরনের বিচ্যুতি বলতে নিলামের Authorised person নির্ধারণ/মনোনয়ন না দেয়া, প্রয়োজনীয় অংকের দরপত্র জামানত দাখিল না করা ও মালামাল সরবরাহ গ্রহণের নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে দরদাতা কর্তৃক মালামাল সরবরাহ গ্রহণের প্রস্তাব না করা বুঝাবে। ১৭.৩. মূল্যায়ন কমিটি দরপত্রের শর্ত অনুযায়ী মূল্যায়ন করবেন। মূল্যায়ন ০২ ধাপে সম্পন্ন হবে। প্রথম দফায় দরপত্রে উল্লেখিত শর্তের ভিত্তিতে প্রাথমিক মূল্যায়ন/যোগ্যতা নির্ধারণী মূল্যায়ন সম্পন্ন হবে। প্রাথমিক মূল্যায়নে রেসপন্সিভ দরদাতাগণের মধ্যে দরের অধিক্রমে (বেশি হতে কম) দরদাখিলকারী দরদাতার তালিকা করা হবে। এরপর মূল্যায়ন কমিটি প্রয়োজনবোধে দরদাতার Post qualification যাচাই করবেন। Post qualification-এর ভিত্তিতে রেসপন্সিভ ঘোষণা করা হবে।
১৮	বিক্রয়াদেশ প্রদানের নির্ণায়ক ও বিজয়ী দরদাতা মালামাল গ্রহণ না করলে এবং ২য় সর্বোচ্চ রেসপন্সিভ দরদাতাকে বিক্রয় আদেশ প্রদান	১৮.১। সফল দরদাতা অর্থাৎ যাহার দরপত্র সর্বোচ্চভাবে রেসপন্সিভ এবং মূল্যায়িত সর্বোচ্চ দরপত্র হিসেবে বিবেচিত হবে তার অনুকূলে বিক্রেতা কর্তৃক বিক্রয় আদেশ প্রদান করা হবে। ১৮.২। বিক্রয় আদেশের নির্দেশনা মোতাবেক বিজয়ী দরদাতার এককালীন সমুদয় মূল্য (উদ্ধৃত মূল্যের সহিত প্রযোজ্য ভ্যাট ও ট্যাক্স, যা বিক্রয় আদেশে উল্লেখ থাকবে) পরিশোধ করবে। বিক্রয় আদেশ মোতাবেক নির্ধারিত সময়ে মূল্য পরিশোধ করে মালামাল গ্রহণে ব্যর্থ হলে বা অপারগতা প্রকাশ করলে লিখিত ব্যাখ্যা গ্রহণপূর্বক কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে জমাকৃত সমুদয় জামানতের অর্থ (পবিসের নাম) -এর অনুকূলে বাজেয়াপ্ত হবে এবং দরপত্র বাতিল বলে গণ্য হবে। অতঃপর ২য় সর্বোচ্চ রেসপন্সিভ দরদাতার উদ্ধৃত দর সংরক্ষিত/প্রার্কলিত নিলাম বিক্রয়মূল্যের চেয়ে কম না হলে এবং আর্থিকভাবে গ্রহণযোগ্য হলে (দুই দরদাতার উদ্ধৃত দরের পার্থক্য ১০% এর কম হলে) বিজয়ী দরদাতাকে প্রদত্ত শর্তের অনুরূপ শর্তে ২য় সর্বোচ্চ রেসপন্সিভ দরদাতার অনুকূলে বিক্রয় আদেশ প্রদান করা হবে। নিয়ম মাফিক ২য় সর্বোচ্চ দরদাতা এককালীন মূল্য পরিশোধ করে মালামাল গ্রহণে ব্যর্থ হলে বা অপারগতা প্রকাশ করলে, উল্লিখিত শর্ত প্রতিপালনপূর্বক তার জামানতের সমুদয় অর্থ বাপবিবো/পবিস-এর অনুকূলে বাজেয়াপ্ত হবে এবং সকল দরপত্র বাতিল বলে গণ্য হবে।
১৯	সর্বোচ্চ দরদাতা একাধিক হলে	১৯.১। যদি একাধিক দরদাতা সর্বোচ্চ দর দাখিল করে সে ক্ষেত্রে তাদের মধ্যে নিলাম বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ হতে বিগত ১০ (দশ) বছর সময়কালে যে দরদাতার সম্পাদিত একক ক্রয়ের মূল্যমান বেশি সেই দরদাতার অনুকূলে বিক্রয়াদেশ প্রদান করতে হবে। অতীত সর্বোচ্চ অভিজ্ঞতা সমান হলে নিলাম বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ হতে বিগত ১০ (দশ) বছর সময়কালে যে দরদাতা বেশি সংখ্যক মালামাল ক্রয়ের জন্য বিক্রয়াদেশ প্রাপ্ত হয়েছেন সেই দরদাতার অনুকূলে বিক্রয়াদেশ প্রদান করা হবে। ১৯.২। অনুচ্ছেদ ১৯.১-এ উল্লিখিত বিষয়ে কোন তথ্য পাওয়া না গেলে সর্বোচ্চ দরদাতাগণের উপস্থিতি/অনুপস্থিতিতে লটারীর মাধ্যমে বিজয়ী নির্ধারণ করতে হবে। কোন দরদাতার অনুপস্থিতি তাকে বিজয়ী হওয়া হতে বারিত করবে না।
২০	বিক্রেতার যে কোন অথবা সকল দরপত্র গ্রহণ/প্রত্যাখান করার অধিকার	বিক্রয়াদেশ প্রদানের পূর্ব পর্যন্ত বিক্রেতা যে কোন দরপত্র গ্রহণ/প্রত্যাখান করা অথবা দরপত্র প্রক্রিয়া বাতিল অথবা সকল দরপত্র প্রত্যাখান করার অধিকার সংরক্ষণ করেন এবং এ কারনে ক্ষতিগ্রস্ত দরদাতা বা দরদাতাগণের নিকট বিক্রেতার কোন দায়বদ্ধতা সৃষ্টি হবে না।
২১	বিক্রয়াদেশ প্রদান	বিক্রেতা সফল দরদাতাকে লিখিত ভাবে বিক্রয়াদেশ প্রদান করবেন। বিক্রয়াদেশ পত্র বিক্রেতার সহিত সফল দরদাতার চুক্তি গঠন করিবে (পরিশিষ্ট-ঘ)।

২২ নিলামকৃত মালামাল গ্রহণের পূর্বে
মালামালের মূল্য পরিশোধ করা

২২.১। বিক্রয়াদেশে উল্লিখিত সময় (৩০ দিনের বেশি নয়, তবে ৩০ তম দিন কার্যদিবস না হলে পরবর্তী কার্যদিবস)-এর মধ্যে বিজয়ী দরদাতাকে সংশ্লিষ্ট নিলামের দরপত্র উদ্ধৃত মূল্য (quoted price) এবং বিধি মোতাবেক ধার্যকৃত ভ্যাট ও ট্যাক্স (পবিসের নাম, হিসাব নং, ব্যাংকের নাম ও রাউটিং নং) -তে একটি ট্রানজেকশনের মাধ্যমে সম্পূর্ণ টাকা একবারে জমা দিতে হবে। আংশিক টাকা জমা গ্রহণ করা হবে না। নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে প্রদেয় অর্থ জমা দিতে ব্যর্থ হলে বিক্রয়াদেশটি বাতিল বলে গণ্য হবে এবং সংশ্লিষ্ট দরদাতার নিরাপত্তা জামানত বাজেয়াপ্ত (forfeit) করা হবে।

২২.২। উল্লিখিত অর্থ জমা প্রদানের সময় বৃদ্ধির আবেদন দায়ের করা হলে কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ব্যবস্থা গৃহীত হবে। তবে ৩০ দিনের বেশি সময় বৃদ্ধিযোগ্য নয়।

২৩ শুদ্ধ ও কর পরিশোধ

মালামাল গ্রহণকারী শুদ্ধ ও কর বিক্রেতার অনুকূলে প্রদান করলেও বিক্রেতা তা সরকারের হিসাবে জমা প্রদান করবে।

২৪ মালামাল গ্রহণে ব্যর্থতায় জরিমানা

সমুদয় মূল্য পরিশোধ করার পরও বিক্রয়াদেশে প্রদত্ত/অনুমোদিত সময়সীমার মধ্যে মালামাল গ্রহণ করতে ব্যর্থ হলে নিম্নবর্ণিত সূত্র মোতাবেক হিসাব (Calculation) করতঃ সাফল্য উদ্ধৃত মূল্যের ১০% এর বেশি নয় দরপত্র নিরাপত্তা জামানত হতে কর্তন করা হবে:

$$T = V \times 0.05\% \times n$$

যেখানে,

T = সর্বমোট প্রদেয় জরিমানা

V = নির্ধারিত সময়ের মধ্যে অগ্রহণকৃত মালামালের উদ্ধৃত মূল্য

n = নির্ধারিত সময়ের যতদিন পর মালামাল গ্রহণ করা হয়েছে। তবে বিক্রয়াদেশ প্রদান পরবর্তী ৯০ দিন পরে নয়।

২৫ মালামাল গ্রহণ

২৫.১. সমুদয় অর্থ জমাদানের পর দরদাতা কর্তৃক টাকা জমা প্রদানের বিষয়টি এবং মালামাল গ্রহণকারীর পরিচয় উল্লেখপূর্বক মালামাল গ্রহণের সম্ভাব্য তারিখ বিক্রেতাকে অবহিত করবে (পরিশিষ্ট-৬)।

২৫.২. সমুদয় অর্থ জমাদান করা হলে পবিস কর্তৃপক্ষ ডিসপোজাল কমিটি গঠনের মাধ্যমে Delivery Order ইস্যু করবেন। Delivery Order ইস্যুতে উল্লিখিত সময়ের মধ্যে নিলামকৃত সকল মালামাল বিজয়ী দরদাতা কর্তৃক মনোনীত ব্যক্তিকে নিজ খরচে ও নিজ দায়িত্বে নির্ধারিত স্থান হতে গ্রহণ করতে হবে। বর্ণিত সময়ের পর মালামালের কোনো প্রকার ক্ষতি বা চুরির ক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষ দায়ী থাকবে না এবং এ বিষয়ে কোন আপত্তি গ্রহণযোগ্য হবে না।

২৫.৩. ই-অকশন নীতিমালার মাধ্যমে নির্ধারিত ডিসপোজাল কমিটির উপস্থিতিতে তাঁদের ছাড়পত্র /গেট পাস অনুযায়ী মালামাল গ্রহণ করতে হবে।

২৬ বিবিধ

২৬.১. শর্তাবলীতে উল্লেখ নাই এমন বিষয়ে কোন জটিলতার সৃষ্টি হলে দরপত্র আহবানকারী কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলে বিবেচিত হবে।

২৬.২. কোন কারণ দর্শানো ব্যতিরেকে কর্তৃপক্ষ যে কোন নিলাম দরপত্র গ্রহণ বা সকল নিলাম দরপত্র বাতিল করার ক্ষমতা সংরক্ষণ করেন।

২৬.৩. বাগবিবোর ই-অকশন সিস্টেমের মাধ্যমে নিলামে অংশগ্রহণ সংক্রান্ত কোন কারিগরি সহায়তা ও ব্যাখ্যার প্রয়োজনে অফিসকালীন সময়ে ই-অকশন হেল্প লাইনে (বিক্রয়কারী কর্তৃক নির্ধারিত) যোগাযোগ করা যাবে।